দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 15 1999
পৃষ্ঠা কলাম

সমস্যার আবর্তে

ইমাম গাজ্জালী কলেজ

অনুজ দেব বাপু

চট্টগ্রামের রাউজান থানার একটি সুপরিচিত শিক্ষাঙ্গন ইমাম গাজ্জালী কলেজ। দক্ষিণ রাউজানের কেন্দ্রস্থলে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক, রাউজান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জিয়া কমপ্লেক্স এবং চট্টগ্রাম বিআইটির পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলির নয়নাভিরাম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এর অবস্থান। ১৯৬৯ সালে প্রখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম গাজ্জালীর নামে এ কলেজটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। কলেজের কার্যকর পাঠদান পদ্ধতি এবং ভালো ফলাফলের কারণে ইমাম গাজ্জালী কলেজ শিক্ষার্থীদের আদর্শ কলেজ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। বর্তমানে এ কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৫'শ'র মতো। ঐতিহ্য ও আদর্শের পাশাপাশি কার্যকর পাঠদান পদ্ধতি, সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিবিড় আন্তরিকতা এ শিক্ষাঙ্গনকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। তাই সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কলেজটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। তাই কলেজের সুষ্ঠু পাঠদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। কলেজের মূল সমস্যাগুলো হলো শিক্ষক স্বল্পতা, বিজ্ঞানাগার সমস্যা, আসবাবপত্র ও শ্রেণীকক্ষ স্বল্পতা, অডিটরিয়াম সমস্যা এবং লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব।

কলেজে একটি ভাল মিলনায়তন নেই। প্রয়োজনীয় গ্রন্থের স্বল্পতা লক্ষণীয়। কলেজে নামেমাত্র একটি বিজ্ঞানাগার রয়েছে যা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। ১২টির মতো ব্যবহারোপযোগী শ্রেণীকক্ষ রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনানুপাতে নিতান্তই অপ্রতুল। অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষে সিলিং ও বৈদ্যুতিক পাখা না থাকায় গরমের দিনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যাপ্ত ও ব্যবহারোপযোগী আবাসগৃহের অভাবে শিক্ষকরাও দীর্ঘদিন থেকে আবাসিক সমস্যায় ভুগছেন।

বেশ কবছর থেকেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলছে। বছরে ১০টির মতো বড় অনুষ্ঠান এ কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কলেজে কোন অডিটোরিয়াম না থাকায় প্রতিটি অনুষ্ঠান স্টেজ প্যান্ডেল তৈরি করেই সারতে হয়। নবীনবরণ, বিদায় উৎসব- এ অনুষ্ঠানগুলো কলেজে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই উদযাপিত হয়। জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা ব্যান্ডদলগুলোর উপস্থিতিতে এ সময়ে মুখর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কলেজ প্রাঙ্গণ।

কলেজে প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জামাদির অভাব রয়েছে। সুষ্ঠু চর্চা ও নিয়মিতভাবে টিমভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না থাকার কারণে কলেজের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রতিভার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া খেলার জন্য সুপরিসর মাঠ না থাকায় কলেজটি সুষ্ঠু ক্রীড়া চর্চায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এ যাবৎ কলেজ ক্যান্টিন স্থাপন না হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

এ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত করতে কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্র সংসদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিকতার অভাব নেই। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় দু' যুগের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত করতে এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে ছাত্র, অভিভাবক, ছাত্র সংসদ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ বারবার আবেদন-নিবেদন করে আসলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষা কোর্স বা বিএসসি কোর্স চালু না হওয়ায় এলাকার মেধাবী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের দূরবর্তী কলেজে গিয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলতার কারণে দেশের বেশিরভাগ কলেজই যেখানে বছরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে, সেখানে এ কলেজে ব্যতিক্রমধর্মী ও সুশৃংখল পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো এখানে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই পালিত হয়ে আসছে। জ্ঞান বিকাশের স্বার্থে ও পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর শিক্ষা সফরের আয়োজন করে থাকে। কলেজ শিক্ষার্থীদের মনের সঞ্চিত অনুভূতি প্রকাশ ও সৃজনশীলতা ধারণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কলেজ বার্ষিকী।

কলেজে পরিকল্পিত ছাত্রজীবন কর্মসূচি নামে একটি গবেষণাধর্মী ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সম্প্রসারণ করার চিন্তাভাবনা কলেজ কর্তৃপক্ষের রয়েছে। একটি রোভার স্কাউট ইউনিট রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে আরো দুটি ইউনিট খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। কলেজে হাউজ পদ্ধতি চালু করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া কলেজ পরিচালনা পরিষদ কলেজে একটি বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কলেজকে প্রতিষ্ঠিত ও আদর্শ কলেজ হিসেবে পরিগণিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও নানাবিধ সমস্যার কারণে সেগুলোর বাস্তবায়ন যথাযথভাবে সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন মোহাম্মদ আলী। তিনি বিগত কয়েক বছর থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে কলেজ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। কলেজের বর্তমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক আলাপচারিতায় কলেজ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী এ প্রতিবেদককে বললেন, 'কলেজে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ কক্ষ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব এবং পুরনো বিল্ডিং সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব রয়েছে।